ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট: পারিবারিক বিপর্যয়ের কারন ও প্রতিকার

1

Target
Zero Separation
&
Jannah together

ইঞ্জিঃ খন্দকার মারছুছ

© Engr. Khandaker Marsus

সেশন-০৫: ইন্টারকোর্স

© Engr. Khandaker Marsus

বৈশিষ্ট্য

হাজবেন্ড
Fast

ওয়াইফ
Slow

© Engr. Khandaker Marsus

ইন্টারকোর্স এর বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া

1. লজ্জা দূরত্বকে বৃদ্ধি করে
2. এই বিষয়ে লজ্জাকে প্রাধান্য না দেওয়া
3. বাচ্চাদেরকে ম্যানেজ করে সময় বের করা
4. বার বার বিষয়গুলো ইগনোর হতে থাকলে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
5. বাহিরে যাওয়ার সময় হাজবেন্ড ও ওয়াইফ পরষ্পরের ভালোবাসা দিয়ে যদি বিদায় হওয়া যায় তবে নজরকে হেফাজত করা সহজ হয়ে যাবে।
6. যদি হাজবেন্ডের প্রতিদিন প্রয়োজন হয় তবে প্রতিদিনই ব্যবস্থা করা। চুল শুকানোর জন্য প্রয়োজনে হেয়ার ড্রায়ার রাখা।

© Engr. Khandaker Marsus

বিয়ের শুরুতে ইন্টারকোর্স বিষয়ক কিছু ভুল ধারনা

কমন প্রবলেমঃ

১. বুঝার ভুল---মিডিয়া/অভিনয় থেকে জ্ঞানের সাথে মিলানো--

২. বেশি সিরিয়াস---

৩. কনফিডেন্স----

৪. অপ্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন--

৫. হতাশা---

© Engr. Khandaker Marsus

কিগল এক্সারসাইজ

কিগল এক্সারসাইজ বা ব্যায়ামঃ

যদি কখনও এরকম মনে হয় ওয়াইফেরও নিয়মিত অর্গাজম হচ্ছে না বা হাজবেন্ডও কম তৃপ্তি পাচ্ছে। কিংবা সময় কম মনে হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়াইফের অর্গাজম হওয়ার আগেই হাজবেন্ডের ইরেকশন (উত্তেজনা) কমে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দুই জনের জন্যই সবচেয়ে বেস্ট এক্সারসাইজ (ব্যায়াম) হচ্ছে কিগল এক্সারসাইজ।

যেটা এরকম: স্বাভাবিকভাবে যদি প্রস্রাব করার সময় পেশাব থামিয়ে দিতে চাই অথবা মলত্যাগের সময় মলত্যাগ করা থামিয়ে দিতে চাই, তবে ভিতর থেকে একটা চাপ সৃষ্টি করতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্রাব বা মলত্যাগরত অবস্থা ছাড়া এরকম চাপ দিয়ে পেলভিক ফ্লোর মাসল ধরে রাখা আবার ছেড়ে দেয়াকে কিগল এক্সারসাইজ বলে।

যেভাবে করবেন এই এক্সারসাইজঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় এই পেলভিক ফ্লোর মাসল ৫ সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখবেন আবার ৫ সেকেন্ডের জন্য ছেড়ে দিবেন। এভাবে একবারে ১০ থেকে ১২ বার করবেন। দিনে ৩ থেকে ৪ বার এই এক্সারসাইজ করা যেতে পারে। এই এক্সারসাইজে খুব ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য ইউটিউব সার্চ করে দেখতে পারেন।

© Engr. Khandaker Marsus

স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সময়ের কিছু মুস্তাহাব আমল

© Engr. Khandaker Marsus

স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সময়ের কিছু মুস্তাহাব আমল

০১. ইন্টারকোর্সের সময় উভয়েই পবিত্র থাকা উচিত। পশুর মতো কোনো আচরণ অনুসরণ করা উচিত নয়।
০২. পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে ইন্টারকোর্স হারাম।
০৩. মলদ্বার দিয়ে ইন্টারকোর্স হারাম।
০৪. সহবাসের পূর্বে নিম্নলিখিত দুআটি পড়া মুস্তাহাব: (সহীহ বুখারী-৬৩৮৮, সহীহ মুসলিম-১৪৩৪)
بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বন ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বনা মা রাযাকত্বানা।
অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান হতে বাঁচান এবং আমাদেরকে যদি কোনো সন্তান দেন তাকেও শয়তান হতে বাঁচান। ইনশাআল্লাহ এই দোয়ার মাধ্যমে আগত বংশধর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে।
০৫. ইন্টারকোর্সের সময় স্বামী-স্ত্রী তাদের পছন্দনুযায়ী যে কোনো পজিশন গ্রহণ করতে পারবে। এটা তাদের জন্য হালাল। (সূরা বাকারা: আয়াত ২২৩)
০৬. সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ইন্টারকোর্স জায়েজ। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩২৮) তবে দেহকে ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। (ত্বাবারানী-১/৬৩, মাওসুআতুল ফেকহিয়্যাহ-৪৪/১৭)
০৭. ইন্টারকোর্সের সময় পরস্পরের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকানো উত্তম। তবে দেখা জায়েজ ।
০৮. ইন্টারকোর্সের সময় আওয়াজকে নিচু রাখা এবং বেশি কথা না বলা মুস্তাহাব। (মাওসুআতুল ফেকহিয়্যাহ-৪৪/১৭)

© Engr. Khandaker Marsus

স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সময়ের কিছু মুস্তাহাব আমল

০৯. চুমু-আলিঙ্গন ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারকোর্স শুরু করা মুস্তাহাব।
১০. ইন্টারকোর্সের সময় কিবলামুখী হয়ে না শোয়া মুস্তাহাব।
১১. স্ত্রীর কাম উত্তেজনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। (মুসনাদে আবু ইয়ালাঃ ৭/২০৮-২০৯)
১২. ইন্টারকোর্সের পর গোসল করা মুস্তাহাব। যদি সম্ভব না হয় তবে অজু করে ঘুমানো এবং নামাজের আগে ফরজ গোসল করে নেওয়া।
১৩. প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার ইন্টারকোর্সের ইচ্ছা জাগ্রত হলে লজ্জাস্থানকে ধুয়ে নেয়া এবং ওজু করা মুস্তাহাব এবং গোসল করা উত্তম। (সহীহ মুসলিম-১/২৪৯; হা-৪৬৬, ফাতাওয়ায়ে শামী-১/১১৭)
১৪. কেউ কেউ বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাতে ইন্টারকোর্স মুস্তাহাব।
ইন্টারকোর্সের সময় উপরোক্ত মুস্তাহাব আদাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।
ইন্টারকোর্সের সময় ২টা হারাম বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরি:
(এক) পিরিয়ডের সময় ইন্টারকোর্স করা।
(দুই) মলদ্বার দিয়ে ইন্টারকোর্স করা।
এই দুই হারাম বিধান থেকে বেঁচে থেকে যে কোনোভাবে ইন্টারকোর্স করা যায়, জায়েয আছে। মুস্তাহাব আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখলে তবেই নেক সন্তান উপহার পাওয়ার আশা করা যায়।

© Engr. Khandaker Marsus

নতুন বিবাহিতদের জন্য
কিছু ভুল সংশোধন ও উপদেশ

© Engr. Khandaker Marsus

১। ইন্টারকোর্সের পূর্বে লুব্রিকেশন বা পিচ্ছিল পদার্থ:
ইন্টারকোর্সের পূর্বে একটা শর্ত হলো উত্তেজনার মাধ্যমে ওয়াইফের লজ্জাস্থান থেকে একটা পিচ্ছিল তরল পদার্থের মতো বের হবে। এটি ইন্টারকোর্সের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বিয়ের প্রথম প্রথম পর্যাপ্ত লুব্রিকেশন না-ও হতে পারে। এটা নিয়ে হতাশার কিছু নেই। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে এটা ঠিক হয়ে যায়। তবে প্রাথমিক সময়ের জন্য কৃত্রিম লুব্রিকেশন হিসেবে থুথু বা তেল বা ফার্মেসি থেকে কোনো জেল (কেওয়াই জেল) কিনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
২। ইন্টারকোর্স উপভোগ নিয়ে কিছু কথা:
নতুন বিবাহিতদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রথমবার এই ঘটনাগুলো ঘটায় ওয়াইফের লজ্জাস্থানে কিছুটা ক্ষতের মতো সৃষ্টি হয় এবং ব্যথার সৃষ্টি হয়। যেটা ঠিক হতে কখনো কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। এই সময়টার জন্য ওয়াইফ ইন্টারকোর্স উপভোগ করতে পারবে না। বিষয়টা খুব স্বাভাবিক। এটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা হতাশ হওয়া একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সময়ের সাথে সাথে এসব ঠিক হয়ে যাবে।

৩। সময় নিয়ে ভুল ধারণা:
অনেকেই বিভিন্ন উৎস থেকে ধারণা নিয়ে একটা ভুল ধারণা করে ফেলেন- ইন্টারকোর্সের জন্য মিনিমাম সময় মনে হয় আধাঘন্টা বা এক ঘন্টা হতে হবে। যেটা না হলে অনেকেই মনে করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। বিষয়টা একেবারেই ভুল। ইন্টারকোর্সের জন্য সময় কোনো বিষয় নয়। বরং হাজবেন্ডের স্পার্ম বের হওয়া এবং ওয়াইফের অর্গাজম (পূর্ণ তৃপ্তি) হওয়াই আসল বিষয়। এর জন্য কখনো ৫ মিনিটও লাগতে পারে, কখনো ২০ মিনিটও লাগতে পারে।

৪। দ্রুত অর্গাজম হওয়ার টেকনিক:
দ্রুত অর্গাজম হওয়ার জন্য যথাসম্ভব ওয়াইফকে ইন্টারকোর্সের আগেই বেশি করে উত্তেজিত করে নেয়া উচিত। যত বেশি উত্তেজিত থাকবে, তত দ্রুতই অর্গাজম হবে। আর অনেকেরই এরকম ভুল ধারণা রয়েছে যে, ইন্টারকোর্সের সময় ওয়াইফ মনে হয় হাজবেন্ডের উপরে উঠতে পারবে না। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। অনেক সময় দেখা যায়, ওয়াইফ যদি উপরে ওঠে তবে তার অর্গাজম দ্রুত হয়। সেক্ষেত্রে এমনটিই করা উচিত।

৫। ইন্টারকোর্সের জন্য কি সেক্সুয়াল অর্গানের দৈর্ঘ্যের উপর কোনো কিছু নির্ভর করে:
আমাদের অনেকেরই অনেক সময় ভুল ধারণা থাকে- হয়তো স্ত্রীর অর্গাজম (পূর্ণ তৃপ্তি) হওয়ার জন্য হাজবেন্ডের অর্গানের (পেনিস) নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য হওয়া জরুরি। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। স্ত্রীর অর্গাজম হওয়ার জন্য যে অংশগুলো দায়ী তার সবগুলোই বাহিরের দিকে অবস্থান করে । তাই অর্গাজম হওয়ার জন্য এটা কোনো শর্ত নয়। আর পৃথিবীর একটা অন্যতম ধোঁকাবাজি ব্যবসা হচ্ছে এ জাতীয় ঔষধ-এর বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়। পৃথিবীর কোনো ঔষধই অর্গানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিবর্তন করতে পারে না। পাশাপাশি, অর্গাজম (পূর্ণ তৃপ্তি) হওয়ার জন্য হাজবেন্ডের অর্গানের নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

© Engr. Khandaker Marsus

৬। ইন্টারকোর্সের জন্য ঔষধ:
অনেকেই বিয়ের শুরুতে বিষয়গুলো নিয়ে খুই চিন্তিত থাকেন। শুরুর দিকে অর্গাজম না হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের ঔষধ খাওয়া শুরু করেন। এগুলো সম্পূর্ণ ভুল একটা ধারণা। আমরা জানি, যেকোনো বিষয়ে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগে। এই বিষয়টাও ভিন্ন নয়। একদিনে কেউ যেমন সাঁতার শেখে না, ঠিক এই বিষয়টাও এরকমই। অন্যদিকে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ধোঁকাবাজি চিকিৎসার পাল্লায় পড়ে স্টেরয়েড বা সাময়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিকারক ঔষধ খাওয়া শুরু করে। এর ফলে স্থায়ীভাবে সমস্যা তৈরি হয় এবং একসময় এই ঔষধগুলোও আর কাজ করে না। তাই শুরুতেই কোনো ঔষধ নয়। যদি দেখা যায় কয়েক মাস পরেও সমস্যা সমাধান হচ্ছে না তখন অভিজ্ঞ বা দক্ষ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে অর্গাজম হওয়ার জন্য রিল্যাক্স থাকা সবচেয়ে জরুরি। কেন অর্গাজম হচ্ছে না- এই টেনশনে থাকলে আরও সমস্যা বাড়বে। তাই টেনশন ফ্রি হয়ে রিল্যাক্স থাকলে আস্তে আস্তে সমস্যাগুলো দূর হয়ে যাবে। ইন্টারকোর্সের জন্য এবং এনার্জি বৃদ্ধির জন্য কিছু খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: ডিম, দুধ, বাদাম ইত্যাদি। তাছাড়া তরমুজ, রসুন এগুলোও খুব উপকারী।

৭। প্রথমবার ইন্টারকোর্সের সময় কি ব্লিডিং হতেই হবে:
এটা নিয়েও অনেকের অনেক ভুল ধারণা থাকে। অনেকেই ধারণা করেন যে শুধু ব্লিডিং হলেই ওয়াইফের জন্য বিষয়টা প্রথমবার সেটা প্রমাণিত হয়। বিষয়টা সম্পূর্ণ ভুল। দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই হাইমেন পর্দা আপনা-আপনি ভাবে অপসারিত হয়ে থাকে। এছাড়া যেমন ব্যায়াম করলে, বাইসাইকেল চালালে ইত্যাদি দ্বারা এটি অপসারিত হয়ে যায়। বিশেষত শুধুমাত্র যদি কমবয়সী হয় অর্থাৎ ১২-১৪ বছরের হয় তখনই কেবল ব্লিডিং হতে পারে। কিন্তু ১৮-২৫ বছরের বয়সের ক্ষেত্রে প্রথম বার ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম বললেই চলে।

৮। ইন্টারকোর্সের পর কি শুধু ওজু করে নামাজ পড়া যাবে?
না, যাবে না। কারণ ইন্টারকোর্সের দ্বারা গোসল ফরজ হয়। গোসল ফরজ হলে শুধু ওজু দ্বারা নামাজ পড়া যাবে না। নি¤েœাক্ত কারণে গোসল ফরজ হয়:
ক. স্বপ্নদোষ বা উত্তেজনাবশত বীর্যপাত হলে।
খ. স্বপ্নের কথা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক শরীরে, কাপড়ে বা বিছানায় বীর্যের চিহ্ন দেখতে পেলে।
গ. ইন্টারকোর্সের মাধ্যমে (বীর্যপাত হোক আর নাই হোক)।
ঘ. মহিলাদের পিরিয়ড (হায়িয) বন্ধ হলে।
ঙ. নিফাস (সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয়) শেষ হলে।
ঙ. ইসলাম গ্রহণ করলে (নও-মুসলিম হলে)।
ফরজ গোসলের তিনটি ফরজ। যথা: (১) গড়গড়ার সহিত কুলি করা (২) নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছানো (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা (শরীরের কোনো অংশে পানি না পৌঁছালে ফরজ গোসল আদায় হবে না, বিশেষ করে দুই পায়ের মাঝে, নাভীতে, কানের ভাজ অংশে অর্থাৎ যে জায়গাগুলোতে স্বাভাবকিভাবে পানি পৌছায় না এই জায়গাগুলোতে হাত দিয়ে পানি পৌছে দিতে হবে।
রোজা রাখা অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কুলি করতে হবে। পানি যেন ভতিরে চলে না যায় এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

© Engr. Khandaker Marsus

৯। বাচ্চা ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা কার উপর নির্ভর করে?

বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে হওয়ার বিষয়টা পুরোটাই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তবে বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী, যে ক্রোমোজোমের উপর ছেলে বা মেয়ে হওয়া নির্ভর করে সেটা হাজবেন্ডের স্পার্মেই থাকে, মহিলাদের ওভামে নয়। সেই হিসেবে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে হওয়া নিয়ে ওয়াইফকে যে দোষারোপ করা হয় এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও নিষিদ্ধ কাজ। এটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং এটি হাজবেন্ড থেকে কোন ক্রোমোজম বের হবে সেটার উপর নির্ভর করে।

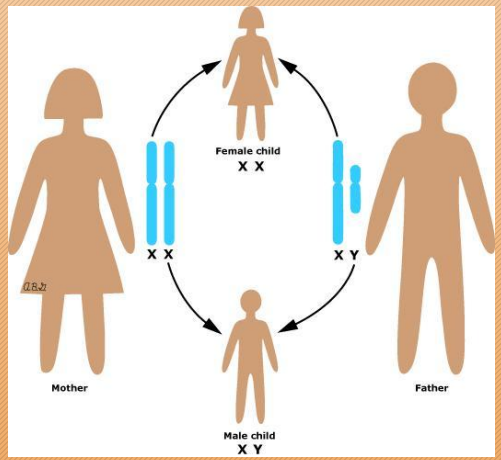

© Engr. Khandaker Marsus

সেশন-০৯: ইন্টারকোর্স বিষয়ক কিছু প্রশ্ন

© Engr. Khandaker Marsus

০১. ওরাল সেক্স বা স্বামী-স্ত্রী কর্তৃক একে-অপরের গোপন অঙ্গ মুখে নেয়া বা তাতে চুমু দেওয়া কি জায়েজ?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী উভয় একে অপরের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা ফায়দা নিতে পারবে, উপভোগ করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/২১১) কিন্তু একে অন্যের লজ্জাস্থানকে মুখে নেয়া অশ্লীলতা বিধায় অনেক ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন। বীর্যকে মুখে প্রবেশ করানো যাবে না। বীর্য গিলে ফেলা মাকরুহে তাহরীমি। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ-১৮/৬২৪, জামেউল ফাতাওয়া-৩/২৩৪, ফাতাওয়ায়ে রাহিমিয়্যাহ-৬/৩৭০)

০২. এনাল সেক্স (মলদ্বার দিয়ে) কি জায়েজ আছে? উত্তর: না, জায়েজ নয়। সম্পূর্ণরূপে হারাম। (সূরা আরাফ: আয়াত ৮০-৮৪)

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ২৯২৫)

০৩. হায়েয/পিরিয়ড অবস্থায় ইন্টারকোর্স কি জায়েজ? উত্তর: না, জায়েজ না। সম্পূর্ণরূপে হারাম।

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা কষ্টকর। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" (সূরা বাকারা: আয়াত ২২২) হায়েয বা নেফাস অবস্থায় স্ত্রীর লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্য যে কোনো অঙ্গ দ্বারা ফায়দা নেয়া যায়।

০৪. স্বামী কি তার স্ত্রীর ব্রেস্ট মুখে নিতে পারবে? উত্তর: হ্যাঁ, পারবে। কেননা স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা ফায়দা নিতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে দুধ মুখে চলে না আসে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ-১৮/৬২৪), ফাতাওয়ায়ে শামী-৩২১১

দুধ মানুষের শরীরের অংশ। কোনো মানুষের শরীরের অংশ খাওয়া বা তা দ্বারা স্থাপন-প্রতিস্থাপন করে ফায়দা গ্রহণ করা হারাম। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/২১১) বিশেষ প্রয়োজনে শরীয়ত মাঝে মধ্যে মানুষের শরীরের অংশ দ্বারা ফায়দা নেয়ার অনুমতি দিয়েছে। যেমন, নবজাত শিশুর জন্য মায়ের দুধ এবং রোগীর জন্য রক্ত। যদি ভুল করে মুখে চলে আসে তবে কোনো সমস্যা নেই। এর দ্বারা বিবাহের কোনো সমস্যাও হবে না।

(দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়া: ৩২৯=৩০৯/ঘ)

© Engr. Khandaker Marsus

০৫. স্বামী-স্ত্রী কি একে-অপরকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে পারবে? উত্তর : হ্যাঁ, পারবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আল্লাহর পবিত্র নেয়ামত। সেই নেয়ামতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ কেউ নিঃসংকোচে এ কাজের উৎসাহ দিয়েছেন। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া- ৫/৩২৮)।

০৬. স্বামী-স্ত্রী কি একে অপরের গোপন অঙ্গকে হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারবে? উত্তর: হ্যাঁ, পারবে। স্বামী-স্ত্রী উভয় একে-অপরের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা ফায়দা নিতে পারবে, উপভোগ করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/২১১)

০৭. পরস্পর লিপ কিস (চুম্বনে জিহ্বাকে ব্যবহার) করা কি জায়েয? উত্তর: হ্যাঁ, জায়েয আছে। (দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়া: ১৬৮/১৬৮/এম=১৪৩২)

০৮. স্ত্রী কি স্বামীর বীর্যকে মুখে নিতে পারবে? উত্তর: না, পারবে না। গিলে ফেলা মাকরূহে তাহরীমি বা হারাম ।

০৯. ইন্টারকোর্সের পূর্বে কি উত্তেজনা বৃদ্ধি বা সময় বৃদ্ধির জন্য কোনো ঔষধ খাওয়া জায়েয? উত্তর: এমন ঔষধ যেগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হবে না এবং সঙ্গীর জন্য কষ্টদায়কও হবে না, সেই ঔষধ সেবনে কোনো সমস্যা নেই। তবে যদি ঔষধগুলো এমন হয়, যা হঠাৎ রক্তচাপ অনেক বৃদ্ধি করে দেয় বা নেশা জাতীয় দ্রব্যের মতো অবস্থার সৃষ্টি করে অথবা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়, তাহলে এরকম ঔষধ সেবন করা জায়েজ হবে না।

১০. মিউচুয়াল মাস্টারবেশন বা একজন আরেকজনের সেক্সুয়াল অরগানে হাত দিয়ে এক্সাইটেড করা অথবা অর্গাজম করা কি জায়েয?

উত্তর: মিউচুয়াল মাস্টারবেশন বা একজন এর হাত দ্বারা প্রয়োজনে অন্যের চাহিদা পূরণ করা জায়েজ আছে। তবে অবশ্যই অন্যের হেল্পের মাধ্যমে হতে হবে। নিজে নিজে মাস্টারবেশন করা জায়েয নাই।

ওয়াইফের মাসিক পিরিয়ডের সময় কিংবা নেফাসের (বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরের সময়গুলো) সময় অর্থাৎ যে সময়গুলোতে ইন্টারকোর্স নিষেধ, ঐ সময়গুলোতে যদি হাজবেন্ডের চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ওয়াইফ তার হাত দ্বারা অথবা অন্য কোনোভাবে হাজবেন্ডের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। (দারুল উলুম দেওবন্দ: ফতোয়া ৪১২/৪১২এম-১৪২৯)

© Engr. Khandaker Marsus

১১. ইন্টারকোর্সের সময় সাধারণ কথাবার্তা অথবা ইন্টারকোর্সে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এমন কথা বলা কি জায়েজ?

উত্তর: জায়েজ আছে তবে আওয়াজকে নিচু রাখা এবং বেশি কথা না বলা মুস্তাহাব। (দারুল ইফতা,দারুল উলুম দেওবন্দ: ফতোয়া ১৭৮২/১৩৮১=এইচ/১৪২৯)

১২. কতদিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী ইন্টারকোর্স হতে হবে?

উত্তর: যতদিন অন্তর ইন্টারকোর্স না করলে উভয়ের কোনো একজন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে ততদিনের মধ্যে স্ত্রীমিলনে এগিয়ে আসা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পাশাপাশি স্বামী তলব করা মাত্র তার ডাকে সাড়া দেয়া স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। তবে সর্বোচ্চ সময়টাকে ফুকাহায়ে কেরাম ৪ মাস হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।

১৩. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ইন্টারকোর্সের কি কোনো সময়সীমা আছে?

উত্তর: স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে-অন্যকে এ পরিমাণ সময় দেয়া ওয়াজিব যে, যাতে করে উভয়ের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে উভয়ের ফিতনায় পতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে। অর্থাৎ, সাধারণত মহিলাদের অর্গাজম ও পুরুষের স্পার্ম বের হওয়ার দ্বারাই দুইজনের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ-১৮/৬২৪)

১৪. ইন্টারকোর্সের সময় কি ওয়াইফ হাজবেন্ডের উপরে উঠতে পারবে?

উত্তর: উপরে উঠতে পারবে। এতে শরয়ী কোনো সমস্যা নেই। যে পজিশনে হাজবেন্ড ও ওয়াইফ দুইজনই উপভোগ করতে পারবে সে পজিশনই গ্রহণ করতে পারবে। যদি শারীরিক কোনো ক্ষতি না হয়ে তবে শরয়ী কোনো সমস্যা নাই। (দারুল ইফতা,দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়াঃ ১৭৮২/১৩৮১=এইচ/১৪২৯)

১৫. স্বামী-স্ত্রী কি দূরে অবস্থান করায় ফোনে ইন্টারকোর্স বিষয়ক কথাবার্তা বলতে পারবে?

উত্তর: স্বামী-স্ত্রী যদি ফোনের মাধ্যমে ইন্টারকোর্স আবেদনমূলক কথাবার্তা বলে, বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে একে অপরের ছবি বা ভিডিও দেখে এবং ইন্টারকোর্স বিষয়ে কল্পনা করে আনন্দ উপভোগ করে করে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে:

© Engr. Khandaker Marsus

১. তাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা যেন অন্য কেউ শুনতে না পায় বা তাদের ছবি-ভিডিও কোনোভাবেই অন্যের দৃষ্টিগোচর না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ কোনো সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি আড়ি পেতে তাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে বা গোপনে তাদের কোনো কিছু দেখতে না পারে সে ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
২. কোনো হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়া যাবে না। যেমন: তারা ইন্টারকোর্স সম্পর্কিত কথাবার্তা বলা বা দেখাদেখি করার সময় যদি উত্তেজিত হয়ে কোনো হারাম কর্মের দিকে পা বাড়ায় তাহলে তা নিঃসন্দেহে হারাম। যেমন: হস্তমৈথুন (তবে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন কথা। এ ক্ষেত্রে তা জায়েয হবে)।
উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রী একে-অপরকে শুধু কল্পনা করা, ভিডিও মারফতে দেখাদেখি করা বা ইন্টারকোর্স সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার কারণে (হাত অথবা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার ব্যতিরেকে) যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। (দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়াঃ ৪২৬/৪২৬/এম=১৪৩১)

১৬. স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় ইন্টারকোর্স করা জায়েজ আছে?

উত্তর: জায়েজ আছে। কোনো সমস্যা নেই। তবে শারীরিক কোনো বিশেষ সমস্যার কারণে, কোনো স্ত্রীর বিষয়ে ডাক্তার কতৃক যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকে, শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কায় ঐ মাসগুলোতে ইন্টারকোর্স না করা। (দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়া নং : ৯৮৭/৮৭৫/এসএন=৮/১৪৩৮)

১৮. ইন্টারকোর্সের সাথে সাথেই কি গোসল করতে হবে? কেউ যদি রাতে ইন্টারকোর্স করে গোসল না করে ফজরের আগে গোসল করে নামাজ পড়ে তবে কি গুনাহ হবে?

উত্তর: ইন্টারকোর্স, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে গোসল ফরজ হলে তৎক্ষণাৎ গোসল করা উত্তম তবে আবশ্যক নয়। বরং ঘুম, ব্যস্ততা বা প্রয়োজনে বিলম্ব করা জায়েজ আছে। নামাজের আগে গোসল করে নিলেও কোনো সমস্যা নেই, কোনো গোনাহও হবে না। অধিকাংশ আলেম এর মতে নাপাক ব্যক্তি ঘুমাতে চায় তার জন্য ওজু করা মুস্তাহাব। (দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়াঃ ৪৭৬/৩৭৬/এইচ=১৪৩১)
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মদিনার কোনো এক রাস্তায় রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি (আবু হুরায়রা রা.) তখন (জানবাত) অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। এই কারণে তিনি আস্তে করে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করলেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তালাশ করলেন। পরে তিনি এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “আবু হুরায়রা। তুমি কোথায় ছিলে?”
তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনার সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি গোসল না করে আপনার সাথে উঠাবসা করাকে অপছন্দ করেছি।”
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সুবহানাল্লাহ! মুমিন তো অপবিত্র হয় না।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং :৭১০ অধ্যায়: ৩/ হায়েয)

© Engr. Khandaker Marsus

১৯. ইন্টারকোর্স এর পর গোসল না করে সেহরি খেলে রোজা হবে কি?
উত্তর: হ্যাঁ, এতে রোজার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। রাসূল ﷺ জুনুবি (নাপাক) অবস্থায় সেহরি (সাহুর) গ্রহণ করেছেন বলে একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তার আগে তিনি ওজু করে নিতেন।
এ অবস্থায় সেহরি খেলে ফজর সালাতের পূর্বে অবশ্যই গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে নিতে হবে।

২০. প্রথমবার ইন্টারকোর্স এ কি ব্লিডিং হতে পারে? হলে কি করনীয়। উত্তর: যদি প্রথমবার ব্লিডিং হয় এটা তিন কারনে হতে পারে।
ক. যদি ঐ সময় পিরিওডের ডেট থাকে পিরিওডের কারনে ব্লিডিং হতে পারে।
খ. হাইমেন পর্দা ছিড়ে যাওয়ার কারনে ব্লিডিং হতে পারে ।
গ. পর্যাপ্ত লুব্রিকেশন বা পিচ্ছিল পদার্থ বের না হলে, ভ্যাজাইনাল ওয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারনে ব্লিডিং হতে পারে।
প্রথম ক্ষেত্রটা স্বাভাবিক। পিরিওডের ডেট শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পিরিওডের ব্লিডিং এর সময় ইন্টারকোর্স হারাম।
দ্বিতীয় ক্ষেত্রটা খুব কম ঘটে। যেহেতু হাইমেন পর্দা সাধারণত এমনিতেই ছিড়ে যায়।
তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ইন্টারকোর্স এর সময় ওয়াইফের পর্যাপ্ত লুব্রিকেশন বা পিচ্ছিল পদার্থ বের না হওয়া। যেটা অটোমেটিক ইন্টারকোর্স এর সময় বের হবে, যেটা যায়গাটাকে পিচ্ছিল করে। প্রথম দিকে অনেক সময়, অনেকের ক্ষেত্রে এই লুব্রিকেশন বের হয় না। তাই যায়গাটা শুকনা থাকার কারনে ইন্টারকোর্স এর দ্বারা ভ্যাজাইনাল ওয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যার দরুন ব্লিডিং হতে পারে। তাই যদি স্বাভাবিকভাবে লুব্রিকেশন বের না হয়, তবে জরুরী হলো কৃত্রিম উপায়ে লুব্রিকেট করা। যেমন: তেল ব্যবহার করা যেতে পারে কিংবা থুতুও ব্যাবহার করা যেতে পারে। অথবা ফার্মেসীতে প্রাপ্ত কেওয়াই জেলও ব্যবহার করা যেতে পারে। আর ব্লিডিং হওয়ার পর ইন্টারকোর্স থেকে ২/৩ দিন বিরত থাকলে একা একাই ক্ষতিগ্রস্থ অংশ রিকভার হয়ে যাবে। অতিরিক্ত বিল্ডিং হতে থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।